শ্রীপাট পানিহাটীর দণ্ডোৎসব

প্রকাশক ঃ- শ্রী কিশোরী দাস বাবাজী
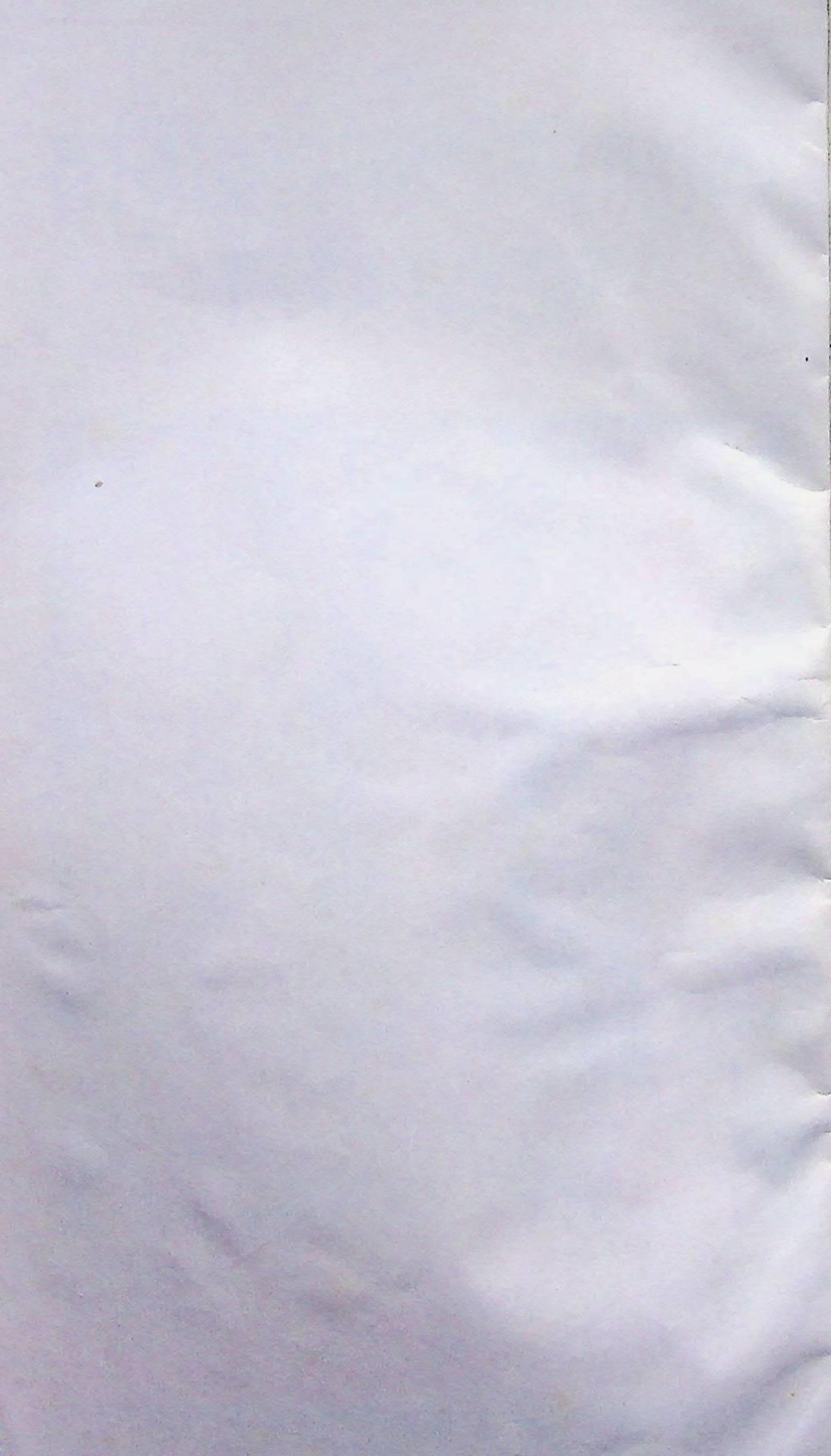
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরণম্

পানিহাটীর দণ্ডোৎসব

তৃতীয় সংস্করণ

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট, শ্রীচৈতন্যডোবা

পোঃ হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ

ফোন নং- ২৫৮৫০৭৭৫

ভিক্ষাঃ পনের টাকা
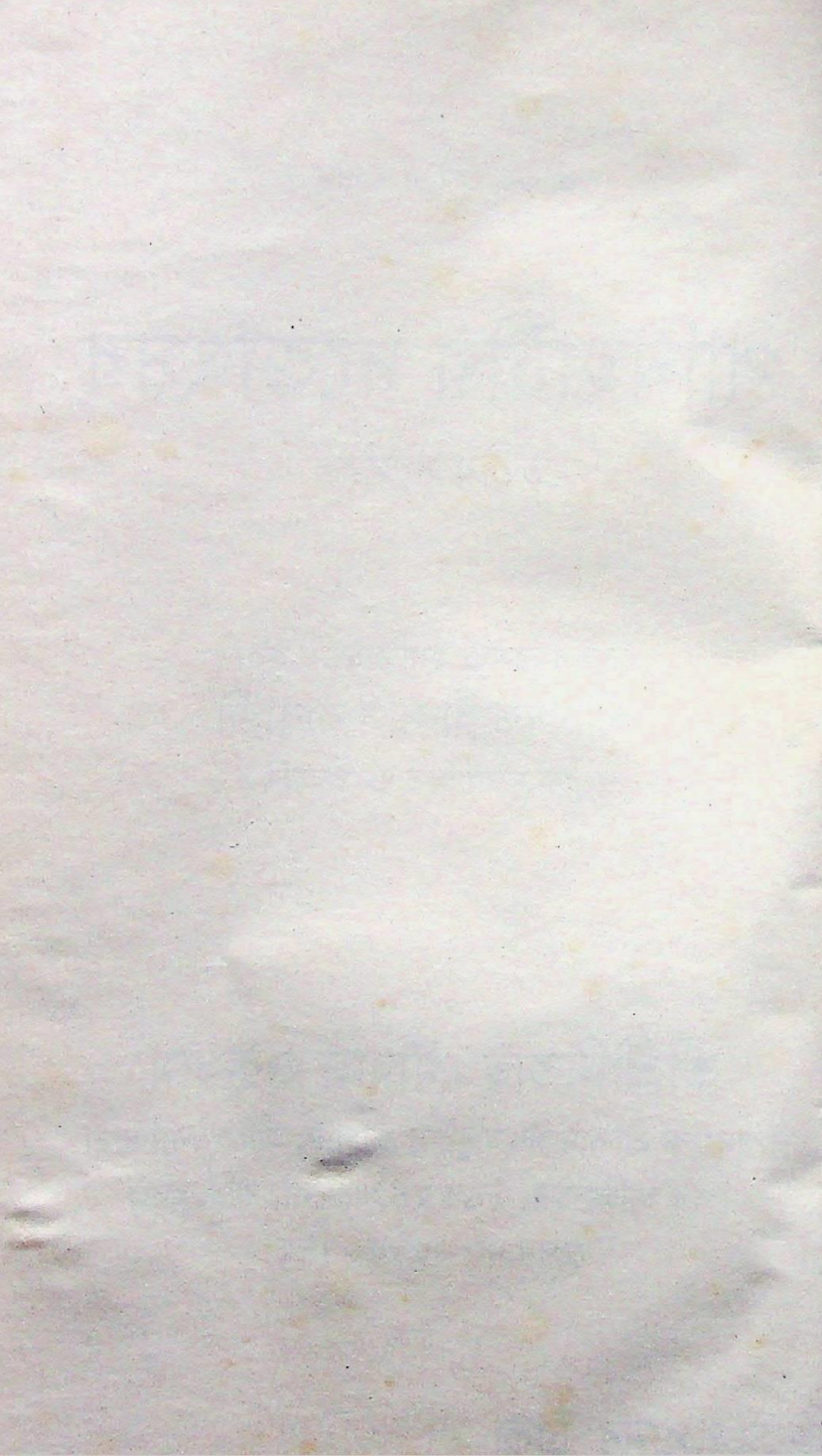
।। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরণম্ ।।

।। সম্পাদকীয় ।।

শ্রীগৌরমন্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামনি,
তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস

ব্রজমন্ডল গৌড়মন্ডল অভিন্ন। ব্রজরাজ নন্দন শ্রীকৃষ্ণ গোপ গোপী রিবৃত হয়ে মথুরা মন্ডলে এক চিরশাশ্বত অপ্রাকৃত প্রেমলীলা বৈচিত্র্যের কাশ ঘটিয়েছিলেন। তিনি বাঞ্ছাপূরণের উপলক্ষ্যে সেই ব্রজরাজ নন্দন কৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবকান্তি ধারণ করতঃ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর রূপে নবদ্বীপে কট হইলেন। সেই ব্রজ পার্যদবৃন্দ গৌড় মন্ডলের বিভিন্ন স্থানে প্রকট হলেন। পূর্ব ভাবানুরূপ ভাবের উদ্দিপনে গৌরলীলায় বিহার করে গৌর বিন্দের প্রেম লীলারস মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন। আর কলি পাপাহত বের ত্রাণের জন্য নানা স্থানে প্রভূত লীলা কীর্ত্তিস্থাপন করতঃ সেই অপ্রাকৃত ম লীলারস স্মরণ, মনন ও আস্বাদনের সৌভাগ্যের পথ প্রদর্শন করেছেন। ই সকল মহামহিম তীর্থ ভূমিগুলির মধ্যে পানিহাটী গ্রাম একটি উল্লেখযোগ্য ষ্ণবতীর্থ।

শ্রীরাঘব পন্ডিত তৎভগ্নী দময়ন্তী দেবী ও সেবক মকরধ্বজ করের হিমত্বে এই পানিহাটী গ্রাম চির গৌরবান্বিত। তৎসঙ্গে রাঘবের ঝালি বৈষ্ণব াতের চির স্মরণীয় বস্তু। শ্রীরাঘব পন্ডিত ব্রজের নিত্য সিদ্ধ পরিকর। তদ্বিষয়ে কবি কর্ণপুর বিরচিত শ্রীগৌর গণোদ্দেশদীপিকা গ্রন্থের ৬/১৬৭/১৪১ শ্লোকের বর্ণন যথা–

ধনিষ্ঠা ভক্ষ্য সামগ্রীং কৃষ্ণায়াদাদ্‌ব্রজেইমিতাং।
সৈব সম্প্রতি গৌরাঙ্গ প্রিয়ো রাঘব পন্ডিতঃ ।। ১৬৬
গুণমালা ব্রজে যাসীদ্দময়ন্তী তু তৎ স্বসা ।। ১৬৭
নটশ্চন্দ্র মুখ প্রাগ যঃ স করো মকরধ্বজ ।। ১৪১

ব্রজে শ্রীমতী রাধিকার সখী ধনিষ্ঠা সখী, যিনি শ্রীকৃষ্ণের আহার্য্য গান দিতেন, তিনি রাঘব পন্ডিত রূপে গৌরাঙ্গের জন্য ঝালি পাঠাইতেন। মতী রাধিকার দাসী গুনমালা পূর্বানুরাগে গৌরাঙ্গের আহার্য্য প্রস্তুত রয়া ঝালি সাজাইতেন। আর ব্রজের গায়ক চন্দ্র মুখ নট এখন গৌরাঙ্গের গুনীয়া। ব্রজের এই তিন পার্যদ পূর্বানুরাগে পানিহাটী গ্রামে প্রকট হইয়া

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ দেবের প্রেমলীলার সহায়ক হইয়াছেন। আর প
দয়াল প্রভু নিত্যানন্দ রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে কৃপা উপলক্ষ্যে ব্রজের পুলি
ভোজন লীলার অনুরূপ যে চিড়া দধি মহোৎসব করিয়াছিলেন সেই লীলাস্থলী
অদ্যাপি একটি বটবৃক্ষ বিদ্যমান থাকিয়া পঞ্চশত বৎসরের প্রেমলীলার সা
ঘোষণা করিতেছে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীরা
ভবনে প্রভু নিতাই গৌরাঙ্গের প্রেমলীলা ও রাঘবের ঝালির ক্রমবিন্যাস
প্রভু নিত্যানন্দের চিড়া দধি মহোৎসব লীলাবৈচিত্র্য বিশেষভাবে বর্ণি
রহিয়াছে। সেই অপ্রাকৃত প্রেমলীলা বৈচিত্র্যের কিঞ্চিত রসাস্বাদন উপলক্ষে
পানিহাটীর দণ্ডোৎসব নামক গ্রন্থখানি প্রণীত হইল। চৈতন্য চরিতামৃত রসাস্বা
গৌরগত প্রান বৈষ্ণব মণ্ডলী চিরন্তন এই লীলা রসাস্বাদন করিয়া থাকে
কিন্তু তাহা আপামর জনগণের আস্বাদনের উপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরা
গোস্বামীর অধরামৃত কিঞ্চিত আস্বাদনে ব্রতী হইয়াছি। গ্রন্থের বাহুল্যত
কারণে সর্ব্বসাধারণের আস্বাদনের উপলক্ষ্যে যথাসম্ভব সংক্ষেপে দণ্ডোৎ
লীলা বৈচিত্র্য বর্ণনে সচেষ্ট হইয়াছি। সুধী ভক্তমণ্ডলী আমার সর্ব্বানুরূ
ত্রুটিবিচ্যুতি নিজগুণে ক্ষমা করতঃ নিতাই চাঁদের প্রেমলীলা আস্বাদনে তৃ
হউন।

জয় নিতাই, জয় গৌরসুন্দর, জয় শ্রীরাঘব পণ্ডিত ও তার পরিবারবৃন্দ।

নিবেদক—
শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃপাভিলা
দীন
কিশোরী দাস

শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি মন্দির
জগদগুরু শ্রীপাদঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট
শ্রীচৈতন্যডোবা, হালিসহর
উত্তর ২৪ পরগনা
১৪০৪ সাল ১লা মাঘ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্

।। পানিহাটীর দন্ডোৎসব ।।

গ্রন্থারম্ভ

শ্রীশ্রীমঙ্গলাচরণ

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকং

ামে ঘূর্ণিত নয়ন পূর্ণিত চঞ্চল মৃদু গতি নিন্দিতং
ান মন্ডল চাঁদ নিরমল বচন অমৃত খন্ডিতম।।
সীম গুণগনে, তারিল জগজনে মোহে কাহে করু বঞ্চিতং
য়তি জয় বসু জাহ্নবা প্রিয় দেহি মে স্বপদান্তিকম্।।
হির মন্ডল শ্রবণে কুন্ডল গন্ড মন্ডলে দোলিতং,
য়ে নিরুপম মালতীর দাম অঙ্গে অনুপম শোভিতম্।।
ধুর মধুমদে মত্ত মধুকর চারু চৌদিকে চুম্বিতং
য়তি জয় বসু জাহ্নবা প্রিয় দেহি মে স্বপদান্তিকম্।।
াজানুলম্বিত বাহু সুবলিত মত্ত করিবার নিন্দিতং
ায়া ভ্যায়া বলি গভীর ডাকই করু দশদিক ভেদিতম্।।
মর কিন্নর নাগ নরলোক সর্ব্বচিত্ত সুদর্শিতং
য়তি জয় বসু জাহ্নবা প্রিয় দেহি মে স্বপদান্তিকম্।।
ণে হুহুঙ্কৃত লম্ফ ঝম্ফ কৃত মেঘ নিন্দিত গর্জ্জিতং
ংহ ডমরু ক্ষীণ কটিতট নীল পট্টবাস শোভিতম্।।
না পহুঁ ধুনীতীরে সঘনে ধাবই চরণভরে মহী কম্পিতং
য়তি জয় বসু জাহ্নবা প্রিয় দেহি মে স্বপদান্তিকম্।।
বনী মন্ডল প্রেমে বাদল করাল অবধৌত ধাবিতং
পী দীন হীন তার্কিক দুর্জ্জন কেহ না ভেল বঞ্চিতম্।।

শ্রীপদ পল্লব	মধুর মাধুরী	ভকত ভ্রমর সুখীপীত
জয়তি জয়	বসু জাহ্নবা প্রিয়	দেহি মে স্বপদান্তিক
ও মণিমঞ্জির	চারু তরলিত	মধুর মধুর সুনাদিত
অতুল রাতুল	যুগল পদতল	অমল কমল সুরাজিতম্।
তেজিয়া অমর	অবনী হিমকর	নিতাইপদ নখ শোভিত
জয়তি জয়	বসু জাহ্নবা প্রিয়	দেহি মে স্বপদান্তিকম্
যাঁহার ভয়ে	কলি ভুজগ	ভাগল ভেল সবে হর্ষিত
তপন কিরণে জনু	তিমির নাশই	তৈছে কমল সুরাজিতং।
দূরিত ভয়ে ক্ষিতি	অবহি আতুর	ভার তার করু নাশিত
জয়তি জয়	বসু জাহ্নবা প্রিয়	দেহি মে স্বপদান্তিকম্।
ঈষৎ হসইতে	ঝলকে দামিনী	কামিনীগণ মন মোহিত
সো পহু ধুনী তীরে	না জানি কার ভাবে.	অবনী উপরে গিরিতম্।
বচন বলইতে	অধর কম্পই	বাহু তুলি ক্ষণে রোদিতং
জয়তি জয়	বসু জাহ্নবা প্রিয়	দেহি মে স্বপদান্তিকম্।

ইতি—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী
বিরচিত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

(১)

মন নিত্যানন্দ বলি ডাক
এমন দয়াল প্রভু আর না পাইবে কভু
হৃদয় কমলে করি রাখ
কিবা সে মধুর লীলা নাটক কীর্ত্তন কলা
অতীব গম্ভীর অবতার।

আপনার গুপ্তধনে আনি মর্ত্তে করি দানে
ত্রাণ কৈল এ তিন সংসার।।
পরশ মণির গুণে তুচ্ছ লাগে মোর মনে
লৌহ পরশিলে হেম করে।
নিতাই চৈতন্যগুণে গান করি কতজনে
রতন হৈল ঘরে ঘরে।।
আমোদে বলিয়া হরি নাম সংকীর্ত্তণ করি
প্রেমাবেশে পড়ে লোটাইয়া ।।
কহে বৃন্দাবন দাস এমত করিলা আশ
বঞ্চিত রহিনু অভাগিয়া।।

(২)

ঢ় রূপে রাম পুরে নিজ কাম
অনঙ্গ মঞ্জরী হৈয়া।
াম রাম কাজে বৈসে ব্রজ মাঝে
আনন্দে গোবিন্দ লৈয়া।।
হরি ! হরি! কে বুঝে রামের রীত।
রুষ প্রকৃতি অনন্ত মুরতি
ধরি পহুঁ করে প্রীত।।
াইয়ের ভগিনী অনুজা আপনি
পিন্ধন নীলিম বাস।
সন্ত কেতকী জাতি যুথিজিতি
মৃদুল মৃদুল ভাষ।।

সখ্য দেহে সখা দাস্যে দাস্য লেখা
বাৎসলে বালক প্রায়!
দাস বৃন্দাবন মানস রতন
বুঝিয়া. সোপিল তায়।।

(৩)

নিতাই নাগর রসের সাগর
সকল রসের গুরু।
যে যাহা চায় তারে তাহা দেয়
বাঞ্ছা কল্পতরু।।
রাধার সমান কৃষ্ণে করে মান
সতত থাকয়ে সঙ্গে।
নিশি দিশি নাই ফিরয়ে সদাই
কৃষ্ণ কথা রসরঙ্গে।।
বসি বাম পাশে মৃদু মৃদু হাসে
প্রাণনাথ বলি ডাকে।
রাধার যেমন মনের বাসনা
তেমনি করিয়া থাকে।।
সোনার কেতকী রসের মূরতি
সাধিতে মনের সাধা ।
দাস বৃন্দাবন করে নিবেদন
দেখিতে মনের বাধা।।

বৈষ্ণব তীর্থ পানিহাটী

কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীশ্রী নিতাই গৌর সুন্দর, তাঁহাদের পদরেণু বিভুষিত এই শ্রীপাট পানিহাটী গ্রাম বৈষ্ণব জগত তথা সর্বভারতীয় মহাতীর্থ। বিশেষতঃ পরম দয়াল নিতাই চাঁদের অপ্রাকৃত প্রেমলীলা বৈচিত্র্যে শ্রীপাট পানিহাটী চির গৌরবান্বিত। শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে শ্রীবাসভবনে অভিষিক্ত হইয়া বিশ্বপাবন প্রেমনিশান উত্তোলনকরতঃ নাম প্রেম প্রচারের ভিত্তি স্থাপনা করিয়াছিলেন। আর পরম দয়াল নিতাইচাঁদ শ্রীগৌরাঙ্গ আদেশে নাম প্রেম প্রচার কার্য্যে গৌড়দেশে আগমন করতঃ শ্রীল রাঘব পন্ডিতের ভবনে অভিষিক্ত হইয়া অধম পতিত জীব পরিত্রাণের সূচনা করেন।

পানিহাটী উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ রানাঘাট রেলপথে সোদপুর ষ্টেশন। তথা হইতে এক মাইল পশ্চিমে শ্রীপাট বিরাজিত। বারাকপুর-শ্যামবাজার বাসরুটের মধ্যবর্ত্তী স্থান। হাওড়া ব্যান্ডেল রেলপথে কোন্নগর স্টেশনে নেমে গঙ্গা পার হয়ে এখানে আসা যায়।

পানিহাটীর পূর্বনাম পানেটী। বৈষ্ণব সাহিত্যে ইহার উল্লেখ নাই। একমাত্র অভিরাম লীলামৃত গ্রন্থে পানেটী নামের উল্লেখ দেখা যায়। ঠাকুর অভিরাম খানাকুলবাসীর উদ্ধার কারণে খানাকুলে যে মহামহোৎসব আয়োজন করেন সেইকালে মহাপ্রভু পানেটীতে মহোৎসব করিয়া খানাকুলে আগমন করেন।

তথাহি —অভিরাম লীলামৃত—৭ পরিচ্ছেদ—
এতেক শুনিয়া তিঁহ গমন করিলা।
পানেটীতে গিয়া তবে সকলে মিলিলা।।
সেখানে মহাপ্রভু সবাকে লইয়া।
মহোৎসব করিছেন আনন্দিত হৈয়া।।

বৈষ্ণব তীর্থের মহিমত্ব নিরূপনে শ্রীখন্ড নিবাসী শ্রীরামগোপাল দা
শ্রীপাট নির্ণয় গ্রন্থের বর্ণন এইরূপ–
এক দুই মহান্ত যাহা পাট কহিয়ে। অনেক বৈষ্ণব যাহা মহাপ
লিখিয়ে।।

শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ সুন্দরের প্রেমলীলা বৈচিত্র্যের সঙ্গে রা
পন্ডিত, দয়মন্তী,মকরধ্বজ কর প্রমুখ পার্যদবর্গের ঐতিহ্যে পানিহ
বৈষ্ণব তীর্থের মহাপাট।

পানিহাটী গ্রামের অবস্থিতি বিষয়ে শ্রীপাট নির্ণয় গ্রন্থের বর্ণ

"খড়দহের দক্ষিণে আড়িয়াদহ গ্রাম।
গদাধর দাস ঠাকুরের যাহা নিজ ধাম।।
উত্তরে পুরন্দর পন্ডিত দক্ষিণে রাঘব।
অনেক বৈষ্ণব ঘটন পরম উৎসব।।
তাঁহার নিকট পানিহাটী নাম গ্রাম।
রাঘব দাস ঠাকুর আর দময়ন্তির ধাম।"

পানিহাটী গ্রামে শ্রীরাঘব পন্ডিতের ভবনে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরা
সুন্দরেরনিত্য বিহারভূমি। তাহার রন্ধনশালায় সর্বক্ষণ শ্রীমতী রাধি
বিরাজমান হইয়া রন্ধনকার্য্য পরিচালনা করেন।
তথাহি–শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে –

"রাঘবের ঘরে রাঁধে রাধা ঠাকুরাণী।"

শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্য আবির্ভাব সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অন্তখণ্ডে
পরিচ্ছদের বর্ণন–

শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ নর্তনে।
শ্রীবাস কীর্ত্তণে আর রাঘব ভবনে ।।
এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা আবির্ভাব।
প্রেমাবীষ্ট হয়ে প্রভুর সহজ স্বভাব।।

ষ্ণব জগতে রাঘবের ঝালি সমধিক প্রসিদ্ধ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ চতুর্মাস্য
দযাপনের জন্য নীলাচলে গমন করিলে সেই সময় রাঘব পন্ডিত তিনটি
লি লইয়া যাইতেন । এই ঝালির দ্রব্য শ্রীমন্মহাপ্রভু সারা বৎসর
াগ্রহের সহিত ভক্ষণ করিতেন। রাঘবের ভগিনী দময়ন্তি দেবী
মন্মহাপ্রভুর ভোজন উপযোগী সমগ্র ভক্ষ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ঝালিতে
জাইয়া দিতেন। আর সেবক মকরধ্বজ কর উক্ত ঝালি নীলাচলে প্রভুর
মীপে পৌঁছাইবার দায়িত্ব পালন করিতেন। ঝালির সামগ্রীর ক্রম
চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তখন্ডে দশম পরিচ্ছেদে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ
াস্বামী বিশেষভাবে বর্ণন করিয়াছেন। অদ্যাবধি শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গে
প্রেমলীলা সংঘটিত হইতেছে। ভাগ্যবান ব্যক্তি উক্ত লীলাভূমি দর্শণ,
লাবৈচিত্র্য স্মরণ, মনন করে পরমানন্দ উপভোগ করিতেছে।

পানিহাটী গ্রামে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ লীলা

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের প্রেমলীলা ধন্য এই পানিহাটী গ্রাম। প্রভু
ত্যনন্দ গৌরাঙ্গদেবের আদেশে প্রেম প্রচারের জন্য নীলাচল হইতে
ৗড় দেশে আগমন করতঃ সর্ব্বাগ্রে রাঘব পন্ডিতের ভবনে অবস্থান
রেন। এই স্থান হইতে প্রভু নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের নাম প্রেম প্রচারের
জয় পতাকা উত্তোলন করিলেন। নবদ্বীপে শ্রীবাস গৃহে গৌরাঙ্গের
শ্চর্য্য প্রকাশের ন্যায় রাঘব পন্ডিত কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া প্রভু নিত্যানন্দ
শ্চর্য্য প্রকাশ করিলেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য ভাগবত—অন্তে ৫ অধ্যায়

"কতক্ষণে বসিলেন খট্টার উপরে ।
আজ্ঞা হৈল অভিষেক করিবার তরে ।।
রাঘব পন্ডিত আদি পারিষদগণে।

সহস্র সহস্র ঘট আনি গঙ্গাজল ।
নানা গন্ধে সুবাসিত করিয়া সকল।।
সন্তোষে সবেই দেন শ্রীমস্তকোপরি।
চতুর্দিকে সবেই বলেন হরি হরি।।
[illegible]ম আনন্দে সবে হৈল আনন্দিত।।"

তারপর দিব্য বসনাদি পরাইয়া প্রভু নিত্যানন্দকে খট্টায় উপবে করাইলেন। আপনি শ্রীরাঘব পন্ডিত ছত্র হস্তে লইয়া প্রভুর শিরোদে ধারণ করিলেন। তখন প্রভু পন্ডিতকে বলিলেন, "আমায় কদম্ব পুষ্পে মালা অর্পণ কর।" রাঘব বলিলেন, "প্রভু অসময়ে কদম্ব পুষ্প কোথ পাইব?" তখন প্রভু বলিলেন "বাগানে অন্বেষণ কর যদি কোথ পাও।" তারপর রাঘব প্রভুর আদেশে বাগানে অন্বেষণ করিতে করি জাম্বীর বৃক্ষে অসংখ্য কদম্ব পুষ্প দেখিয়া প্রেমে বিহ্বল হইলেন। ত প্রভুর অলৌকিক ঐশ্বর্য্যের মহিমা দেখিয়া আনন্দে কদম্ব পুষ্পের মা গাঁথিলেনএবং প্রভুর গলায় সেই মালা অর্পণ করিয়া নিজেকে ধন্য ম করিলেন। সেই সময় সহসা দমনক পুষ্পের গন্ধে সর্ব্বদিক আমোদি হইল। সকলে আশ্চর্য্যান্বিতভাবে এদিক ওদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সহাস্যে প্রভু নিত্যানন্দ বলিলেন, "শ্রীগৌরসুন্দর কীর্ত শ্রবনোদ্দেশ্যে ক্ষেত্র হইতে আগমন করিয়া এই বৃক্ষাশ্রয়ে রহিয়াছে প্রভুর গলায় দমনক পুষ্পের মালা থাকায় তোমরা সেই পুষ্পের গ পাইতেছ। প্রভু নিত্যানন্দের আদেশে সকলে সংকীর্ত্তন করিতে আর করিলেন।

বিবিধ লীলাবিলাস রঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভু তিনমাস রাঘব ভবনে অবস্থা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবনে গমন উদ্দেশ্যে আগমনকালে ১৪৩

কাব্দে (১৫১৫ খৃঃ) নৌকাযোগে পানিহাটী গ্রামে পদার্পণ করেন। ঙ্গার ঘাট হইতে রাঘব পন্ডিত সপার্ষদ প্রভুকে আপনার গৃহে আনয়ন রতঃ বিবিধ প্রকারে সেবাদি করিলেন। কতদিনে প্রভু বৃন্দাবন াত্রা ভঙ্গ করিয়া ফিরিবার পথে পুনঃ পানিহাটী গ্রামে রাঘবের গৃহে দার্পণ করিয়া প্রভুত প্রেমলীলা করেন।

।। শ্রীশ্রীদন্ডোৎসব লীলা ।।

পরম দয়াল প্রেমাবতার নিতাই চাঁদের পরম করুণার মূর্ত্ত প্রতীক স্বরূপ এই দন্ড মহোৎসব লীলা। এই দন্ড মহোৎসব বিষয়ে াঘব পন্ডিত প্রতি প্রভু নিত্যানন্দের বাক্য–

গোপ জাতি আমি বহু গোপ জাতি সঙ্গে।
আমি সুখ পাই এই পুলীন ভজন রঙ্গে।।

জলীলায় শ্রীধাম বৃন্দাবনে যমুনার তীরে গোচারণ লীলাকালীন সখাবৃন্দ সমভিব্যবহারে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম যে পুলীন ভোজন লীলা করিয়াছিলেন সেই অপ্রাকৃত ভোজন লীলার দিব্যভাব মাধুর্য্য উদ্দিপনে ব্রজের বলাই শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপে সেই লীলার পুনঃপ্রকাশ ঘটাইলেন। সেই ব্রজসখাগণ আজ সেই নিত্যানন্দ পরিকররূপে প্রকাশ পাইয়া শ্রীনিতাইচাঁদ সহ সুরধুনীর তীরে পানিহাটী গ্রামে সেই অপ্রাকৃত প্রেমলীলার অনুরূপ এক পরম বৈচিত্র্যময় প্রেমলীলার অভিনব রূপ পরিস্ফুট করিলেন।

ব্রজের পুলীন ভোজন লীলার অনুক্রমে সেই নিত্যসিদ্ধ ব্রজপার্ষদগণের নব পার্ষদমূর্ত্তির সমন্বয়ে এক অপ্রাকৃত পুলীন ভোজন

লীলার প্রকাশ ঘটিল। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে পার্থিব বন্ধ হইতে মুক্ত করিবার উপলক্ষ্যে নিতাইচাঁদের অপার করুণার চর বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হইল। নিতাই কৃপা ভিন্ন গৌর কৃপা অসম্ভব। গৌ প্রেমের ভান্ডারী প্রভু নিত্যানন্দ সর্বানুরূপ সেবার মূর্ত্তি ধারণ করি তিনি সর্বপ্রকার লীলার সেবা করিতেছেন। গৌর বাক্যে আশ্বস্ত রঘুনা দাস গোস্বামী সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শীঘ্র শ্রীগৌরাঙ্গ চর প্রাপ্তির জন্য অনন্য গতি নিতাই চাঁদের সন্দর্শনের উদ্দেশ্যে পানিহা গ্রামে আসিয়া গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষ মূলে সপার্ষদ নিতাইচাঁদের দর্শ করতঃ শ্রীচরণে লুন্ঠিত হইলেন।

তথাহি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে অন্তখন্ডে ৬ পরিচ্ছদে—

"তবে রঘুনাথ কিছু বিচারিল মনে।
নিত্যানন্দ গোসাঞির পাশ চলিলা আর দিনে।।
পানিহাটি গ্রামে পাইল প্রভুর দর্শন।
কীর্ত্তনীয়া সেবক সঙ্গে আর বহুজন।।
গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিন্ডার উপরে।
বসিয়াছে প্রভু যেন সূর্যোদয় করে ।।
জলে উপরে বহু ভক্ত হঞাছে বেষ্টিত।
দেখি প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত

রঘুনাথ প্রভু নিত্যানন্দকে দর্শন করিয়া ভূমিষ্ঠ হইলে প্রভু নিত্যানন্দকরুণা প্রকাশ করতঃ তাহার শিরে শ্রীচরণ অর্পণপূর্ব্ব সস্নেহে বলিলেন—

কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময়।
রঘুনাথে কহে কিছু হইয়া সদয়।।
নিকটে না আইস মোর ভাগ দূরে দূরে ।
আজি লাগি পাইয়াছোঁ দন্ডিমু তোমারে।।

দধি চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে।
শুনিয়া আনন্দ হইল রঘুনাথ মনে।।

প্রভুর বাক্য শুনিয়া রঘুনাথ মহা আনন্দে গ্রামে লোক প্রেরণ
তঃ প্রয়োজনীয় সমস্ত সামগ্রী আনাইলেন। তারপর মৃৎ পাত্রে
ড়া ভিজান হইল। অগনিত লোক সমাবেশে প্রভু নিত্যানন্দ ব্রজের
লীন ভোজন লীলার অনুক্রমে এক অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ
রিলেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অন্তে ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সেইক্ষনে নিজলোক পাঠাইলেন গ্রামে।
ভক্ষ্য দ্রব্য লোক সব গ্রাম হইতে আনে।।
চিড়া, দধি, দুগ্ধ, সন্দেশ আর চিনি কলা।
সব দ্রব্য আনাইয়া চৌদিকে ধরিলা।।
মহোৎসব নাম শুনি ব্রাহ্মণ সজ্জন।
আসিতে লাগিল লোক অসংখ্য গণণ।।
আর গ্রামান্তর হৈতে সামগ্রী আনিল।
শত দুই চারি হোলনা আনাইল।।
বড় বড় মৃৎ কুন্ডিকা আনাইল পাঁচসাতে।
এক বিপ্র প্রভু লাগি চিড়া ভিজায় তাতে।।
এক ঠাঞি তপ্ত দুগ্ধে চিড়া ভিজাইয়া।
অর্দ্ধেক ছানিল দধি, চিনি কলা দিয়া।।
অর্দ্ধেক ঘনাবৃত দুগ্ধেতে ছানিল।
চাঁপা কলা চিনি ঘৃত কর্পূর তাতে দিল।।

এই ভাবে ভোগের আয়োজন করিলেন।
তারপর প্রভু নিত্যানন্দ সপার্ষদে উপবেশন করিলেন।।

তথাহি—তত্রৈব—

ধুতি পরি প্রভু যদি পিন্ডাতে বসিলা।
সাত কুন্ডী বিপ্র তার আগেতে ধরিলা।।
চবুতরা উপর যত প্রভুর নিজগণ।
বড় বড় লোক বসিলা মন্ডলী রচন।।
রামদাস সুন্দরানন্দ দাস গদাধর।
মুরারি কমলাকর সদাশিব পুরন্দর।।
ধনঞ্জয় জগদীশ পরমেশ্বর দাস
মহেশ গৌরীদাস হোড় কৃষ্ণদাস।।
উর্দ্ধারণ আদি যত আর নিজ জন।
উপরে বসিলা সব কে করে গণন।।
শুনি পন্ডিত ভট্টাচার্য্য যত বিপ্র আইলা ।
মান্য করি প্রভু সবারে উপরে বসাইলা ।।
দুই দুই মৃৎ কুন্ডিকা সবার আগে দিল।
একে দুগ্ধ চিড়া আরে দধি চিড়া কৈল।।
আর যত লোক সব চৌতরা তলানে।
মন্ডলী বন্ধনে বসিলা তার না হয় গণনে।
একেক জনারে দুই দুই হোলনা দিল।
দধি চিড়া দুগ্ধ চিড়া দুইতে ভিজাইল।।
কোন কোন বিপ্র উপরে স্থান না পাইয়া।
দুই হোলনায় চিড়া ভিজায় গঙ্গা তীর গিয়া ।।

তীরে স্থান না পাইয়া আর কতজন ।
জলে নামি দধি চিড়া করয়ে ভক্ষণ।।
কেহ উপরে কেহ তলে কেহ গঙ্গা তীরে ।
বিশ জন তিন ঠাঞি পরিবেশন করে।।

স সময় শ্রীরাঘব পন্ডিত তথায় উপনীত হইয়া প্রসাদ গ্রহনের জন্য াহ্বান জানাইলে প্রভু জানাইলেন এখন এখানে ভোজন লীলা সংঘটিত ইবে। সন্ধ্যাকালে তোমার গৃহে ভোজন করিব। এরপর প্রভু রাঘব ন্ডিতকে দুই কুন্ডি প্রদান করিয়া ধ্যান যোগে নীলাচল হইতে ীমন্মহাপ্রভুকে আনয়ন করিলেন।

তথাহি —তত্রৈব

"সকল লোকের চিড়া যবে পূর্ণ হৈল।
ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল।।
মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিলা।
তাঁরে লঞা সবার চিড়া দেখিতে লাগিলা।
সকল কুন্ডী হোলনার চিড়া একেক গ্রাস
মহাপ্রভুর মুখে দেয় করি পরিহাস।
হাসি মহাপ্রভু আর এক গ্রাস লঞা।
তার মুখে দিয়া খাওয়ায় হাসিয়া।।
এইমতে নিতাই বুলে সকল মন্ডলে।
দাণ্ডাইয়া রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব সকলে।।
কি করিয়া বেড়ায় ইহা কেহ নাহি জানে।
মহাপ্রভুর দর্শণ পায় কোন ভাগ্যবানে।।

তবে হাসি নিত্যানন্দ বসিলা আসনে।
চারি কুন্ডী আরোয়া চিড়া রাখিল ডাহিনে।
আসন দিয়া মহাপ্রভু তারে বসাইলা।
দুই ভাই তবে চিড়া খাইতে লাগিলা।।
দেখি নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দিত হৈলা
কত কত ভাবাবেশ প্রকাশ করিলা।।
আজ্ঞা দিল হরি বলি করহ ভোজন।
হরি হরি ধ্বনি উঠি ভরিল ভুবন।।
হরি হরি বলি বৈষ্ণব করয়ে ভোজন।
পুলীন ভোজন সবার হইব স্মরণ।।

এইভাবে প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে আনয়ন করিয়া সপা
পুলীন ভোজন লীলায় প্রমত্ত হইলেন।

তথাহি–

মহোৎসব শুনি পসারি নানা গ্রাম হৈতে।
চিড়া দধি সন্দেশ কলা আনিল বেচিতে।।
যত দ্রব্য লয়া আইসে সব মূল্য লয়।
তারি দ্রব্য মূল্য দিয়া তাহারে খাওয়ায়।।
কৌতুক দেখিতে আইল যত যত জন।
সেই চিড়া দধি কলা করিল ভক্ষণ।।
ভোজন করি নিত্যানন্দ আচমন কৈল।
চারি কুন্ডীর অবশেষে রঘুনাথে দিল।।
আর তিন কুন্ডীকায় অবশেষ ছিল।
গ্রাস গ্রাস করি বিপ্র সব ভক্তে দিল।।
পুষ্পমালা বিপ্র আনি প্রভু গলে দিল।

চন্দন আনিয়া প্রভুর সর্ব্বাঙ্গে লেপিল।।
সেবকে তাম্বুল লঞা করে সমর্পণ।
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু করয়ে চর্ব্বণ।।
মালা চন্দন তাম্বুল শেষ যে আছিল।
শ্রীহস্তে প্রভু সবাকারে বাঁটি দিল।।
আনন্দিত রঘুনাথ প্রভুর শেষ পাঞা
আপনার গন সহ খাইল বাঁটিয়া।।
এইত কহিল নিত্যানন্দের বিহার।
চিড়া দধি মহোৎসব খ্যাতি নাম যার।।

তারপর রঘুনাথ শ্রীরাঘব পন্ডিতের মাধ্যমে সপার্যদ প্রভু নিত্যানন্দকে মুদ্রা ও সুবর্ণ প্রদান করিয়া সন্মান প্রদর্শন করিলেন। এইভাবে মহামহোৎসব হইল। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে কৃপা উপলক্ষে প্রভু নিত্যানন্দ পানিহাটী গ্রামে গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষ মূলে ব্রজের পুলীন ভোজন লীলানুকরণে চিড়া দধি মহোৎসব লীলার প্রকাশ করিলেন। অদ্যাপি এই লীলার স্মরণে জ্যৈষ্ঠী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে পানিহাটী গ্রামে গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষ মূলে চিড়া দধি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রভু নিত্যানন্দের কৃপা লাভে ত্রিতাপ জ্বালা নির্বাপনের জন্য অদ্যাপি উক্ত তিথিতে অগনিত ভক্ত এই মহামহোৎসব স্থানে সমবেত হইয়া নিজেদের কৃতার্থ করেন। প্রভু নিত্যানন্দের কৃপাধন্য সেই বটবৃক্ষটি বিদ্যমান রহিয়া নিতাইচাঁদের পুলীন ভোজন লীলার ঐতিহ্য বহন করিতেছেন। উক্ত স্থান বর্তমানে "শ্রীবৈষ্ণবতলা" নামে সর্ব্বজন খ্যাত।

দন্ড মহোৎসব কাল

এই মহামহোৎসবের সুনির্দিষ্টকাল নিরূপন করিতে গেলে শ্রীদাস গোস্বামীর জীবন কাহিনী পর্য্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীদাস গোস্বামীর প্রথম মিলন ১৪৩১শকাব্দে (১৫১০ খ্রীঃ) মাঘমাসে।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

সন্ন্যাস করি প্রভু যবে শান্তিপুরে আইলা।

তবে আসি রঘুনাথ প্রভুরে মিলিলা

দ্বিতীয় মিলন ১৪৩৬ শকাব্দে (১৫১৫ খ্রীঃ) বৃন্দাবন যাত্রার উপ গৌড়দেশে আসিয়া কানাইর নাটশালা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ শান্তি আগমন করিলে।

তথাহি-শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মধ্য খন্ডে ১৬ পরিচ্ছেদ—

"পুনরপি প্রভু যদি শান্তিপুর আইলা

রঘুনাথ দাস আসি প্রভুরে মিলিলা।।"

সে সময় প্রভু বলিলেন—

তথাহি তত্রৈব—

বৃন্দাবন দেখি যবে আসিব নীলাচলে।

তবে তুমি আমা পাশ আসিহ কোন ছলে।।

প্রভুর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কাল সম্পর্কে বর্ণন—

তথাহি তত্রৈব—

বৃন্দাবন হইতে যদি নীলাচলে আইলা

আঠার বর্ষ তাঁহা বাস কাঁহা নাহি গেলা।।

অতএব মন্মহাপ্রভু ১৪৩৭ শকাব্দে (১৫১৬ খ্রীঃ) শেষ ভাগে বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর রঘুনাথ দাসের গৃহত্যাগ

তথাহি—তত্রৈব—অন্তে ৬ পরি ঃ—

মথুরা হইতে প্রভু আইলা বার্ত্তা যবে পাইলা।

প্রভুপাশে চলিবারে উদেযাগ করিলা।।

হেনকালে মুলুকের ম্লেচ্ছ অধিকারী। ০ ০ ০ ০

এইমত রঘুনাথের বৎসরেক গেল। দ্বিতীয় বৎসরে পলাইতে মন কৈল

রাত্রে উঠি একলা চলিলা পলাইয়া
দূর হৈতে পিতা তাঁরে আনিল ধরিয়া
ইমত বারে বারে পলায় ধরি আনে। ০ ০ ০ ০
তবে রঘুনাথ বিচারিলা মনে।
নিত্যানন্দ গোসাঞিঃ পাশে চলিলা আর দিনে
পানিহাটী গ্রামে পাইলা প্রভুর দর্শন।।

তথাহি– তত্রৈব

রঘুনাথ দাস নিত্যানন্দ পাশে গেলা।
চিড়া দধি মহোৎসব তাহাই করিলা।।
তাঁর আজ্ঞা লয়া গেলা প্রভুর চরণে।

০ ০ ০ ০

ব্রহ্মানন্দ ভারতীর ঘুচাইল চর্ম্মাম্বর।
এইমত লীলা কৈল ছয় বৎসর।।

০ ০ ০ ০

শেষ দ্বাদশ বৎসরের শুন বিবরণ।

৩৭ হইতে ১৪৪৩ শকাব্দ মধ্যে শ্রীল রঘুনাথ দাসের গৃহ ত্যাগ, প্রভুর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ১৪৩৮ ও ১৪৩৯ শকাব্দের ায়নের প্রচেষ্টায় কাটিল । ১৪৪০ শকাব্দের প্রারম্ভে গৌড়ীয় ওবগণের চতুর্ম্মাস্য যাপনের জন্য লীলাচলে গমনের পূর্ব্বে শ্রীদাস ্বামী পানিহাটী গ্রামে গমন পূর্ব্বক প্রভু নিত্যানন্দের আদেশে চিড়া মহোৎসবের আয়োজন করেন। মহোৎসব অন্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন য়া কয়েক দিবসের মধ্যেই গৃহ ত্যাগ করেন। তারপর ১৬ বৎসর াচলে অবস্থানের পর বৃন্দাবনে গমন করেন।

তথাহি তত্রৈব– আদি ১০ম পরিঃ—

যোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন।
স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে আইলা বৃন্দাবন।।

১৪৪০+১৬ = ১৪৫৬ শকাব্দে দাস গোস্বামী বৃন্দাবনে গমন করে
১৪৫৫ শকাব্দে মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান । তাহার এক বর্ষের মধ্যে শ্রী স্ব
দামোদর গোস্বামীর অন্তর্দ্ধান ঘটিলে বিরহে বৃন্দাবন যাত্রা করেন।

অতএব ১৪৪০ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তি
পানিহাটী গ্রামে শ্রীদন্ড মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীদন্ড মহোৎস
এতাদৃশ কাল নিরূপনে ত্রুটি থাকিলে কোন সুধী ব্যক্তি সুযোগ্য সম
জানাইলে ধন্য হইব।

শ্রী রাঘবের ঝালি

(শ্রীরাঘব পন্ডিতের ভগ্নী দময়ন্তীদেবীর সেবা পরিপাটির বৈ
রাঘবের ঝালি বিষয়ে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অন্তখন্ডের ১০ পরিচ্ছে
বর্ণন)

রাঘব পন্ডিত চলিলা ঝালি সাজাইয়া।
দময়ন্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া ।।
নানা অপূর্ব্ব ভক্ষ্য দ্রব্য প্রভুর যোগ্য ভোগ।
বৎসরেক প্রভু যাহা করে উপযোগ।।
আম্র কাসুন্দি আদা কাসুন্দি ঝাল আর ।
নেম্বু আদা আম্রকোলি বিবিধ প্রকার।।
আমসি আম্রখন্ড, তৈলাম্র, আমতা।
যত্ন করি দিল গুন্ডি পুরান সুকুতা।।

সুকুতা বলিয়া অবজ্ঞা না করিহ চিতে।
সুক্তায় যে প্রীতি প্রভুর নহে পঞ্চামৃতে।।
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহ মাত্র লয়।
সুক্তাপাতা কাসুন্দিতে মহাসুখ পায় ।।
মনুষ্য বুদ্ধি দময়ন্তি করে প্রভুর পায়।
গুরু ভোজনে উদরে কভু আম হৈয়া যায়।।
সুক্তা খাইলে সেই আম হইবেক নাশ।
সেই স্নেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস।।
ধনিয়া মৌরীর তন্ডুল চূর্ণ করিয়া
নাড়ু বান্ধিয়াছেচিনির পাক করিয়া।
শুষ্ঠিখন্ড নাড়ু আর আমপি ও হয়।
পৃথক পৃথক বান্ধি বস্ত্রের কোথলী ভিতর।।
কেলি শুষ্ঠিকোলি চূর্ণ কেলি খন্ড আর।
কত নাম লব, যত প্রকার আচার।।
নারিকেল খন্ড আর নাড়ু গঙ্গাজল।
চিরস্থায়ী খন্ড বিকার করিল সকল।।
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মন্ডাদি বিকার।
অমৃত কর্পূর আদি অনেক প্রকার।।
শালি কাঁচুটি ধান্যর আতপ চিড়া করি।
নূতন বস্ত্রের বড় বড় কোথলী ভরি।।
কতক চিঁড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি পাকে নাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া ।।
শালি তন্ডুল ভাজা চূর্ণ করিয়া।
ঘৃতসিক্ত চূর্ণ কৈল চিনি পাক দিয়া।।

কর্পূর মরিচ এলাচ লবঙ্গ রসবাস।
চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈল পরম সুবাস।।
শালি ধান্যের খই করি ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনিপাকে উখড়া কৈল কর্পূরাদি দিয়া।।
ফুট কলাই চূর্ণ করি ঘৃতে তে ভাজাইল।
চিনি পাকে কর্পূরাদি দিয়া নাড়ু কৈল।।
কহিতে না জানি নাম এ জন্মে যাহার।
ঐছে নানা ভক্ষ্য দ্রব্য সহস্র প্রকার।।
রাঘবের আজ্ঞা, আর করে দময়ন্তি।
দোহার প্রভুতে স্নেহ পরম শকতি।।
গঙ্গা মৃত্তিকা আনি নব বস্ত্রেতে ছানিয়া।
পাঁপড়ি করিয়া দিল গন্ধ দ্রব্য দিয়া।।
পাতলা মৃৎপাত্রে সন্ধানাদি দিল ভরি।
আর সব বস্তু ভরে বস্ত্রের কোথলী।।
সামান্য ঝালি হৈলে দ্বিগুন ঝালি করাইল।
পরিপাটি করি সব ঝালি সাজাইল।।
ঝালি বান্ধি মোহর দিল আগ্রহ করিয়া।
তিন বোঝারি ঝালি বহে ক্রম করিয়া
সংক্ষেপে কহিল এই ঝালির বিচার।
"রাঘবের ঝালি"বলি খ্যাতি যাহার।।
ঝালির উপর মুনসব মকরধ্বজ কর।
প্রানরূপে ঝালি রাখে হইয়া তৎপর।।

এই রাঘবের ঝালির সামগ্রী শ্রীমন্মহাপ্রভুর সারাবর্ষকাল আস্বাদন করিতেন।

শ্রীল রাঘব পন্ডিতের পরিচয়

কান্যকুব্জ হইতে গৌড়েশ্বর রাজা আদিশূর পাঁচটি ব্রাহ্মণ রিবারকে গৌড়দেশে আনয়ন করেন। তাঁহাদের এক পরিবার ানিহাটীতে আসিয়া গঙ্গাতীরে বসবাস করেন । রাঘব পন্ডিতের াতামহ পন্ডিত গঙ্গানারায়ন সেই পরিবারভুক্ত।

গঙ্গানারায়ণ পানিহাটী গ্রামে গঙ্গাতীরে সুপ্রাচীন বটবৃক্ষ ছায়ায় সিয়া শিশু পুত্র দেবীপ্রসাদকে খেলা করাইতেন আর মনোরম পরিবেশে সিয়া গঙ্গার অপূর্ব্ব মাধুরী দর্শন করতঃ গঙ্গাদেবীর স্তব বন্দনায় বিভোর কিতেন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকে রাজা চন্দ্রকেতু দেগঙ্গার রাজবাড়ীতে ভবানীর মন্দির ও বিগ্রহ স্থাপন করেন। গঙ্গানারায়ণ রাজবাড়ীতে হামায়া দেবীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া নৌকা বোঝাই প্রভূত দান সামগ্রী ইয়া পানিহাটী অভিমুখে রওনা হইলেন। মধ্যপথে নৌকাটি তীরের কে এক ঘাটে ভিড়িলে একটি শিশু বালক ও একটি শিশু বালিকা ঝিকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, —ও মাঝি, তোমরা কোথায় যাবে। ঝি উত্তর করিল, —আমরা পানিহাটী গ্রামে যাব। বালক বলিল, — মরা যাব। আমাদের সঙ্গে নাও।

মাঝি গঙ্গানারায়ণের আদেশে দুইটি শিশুকে তুলিয়া আনিয়া ৗকায় বসাইয়া দিল। গঙ্গানারায়ণ সাংসারিক বিষয় চিন্তায় মগ্ন লেন। নৌকা ছাড়িতে সেই চিন্তায় বিভোর হইয়া বাড়ীর ঘাটে পৌঁছিলেনএবং তাড়াতাড়ি জিনিষপত্র পাড়ে নামাইলেন। নৌকা ড়িয়া যাইবে এমন সময় শিশু দুইটির কথা তাঁহার স্মরণে আসিল। শু দুইটি কোথায় মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলে মাঝি কিছুই বলিতে

পারিল না । তবে ঘাট পর্যন্ত শিশু দুইটি আসিয়াছে। এ বিষয়ে সুনিশ্চিত। কিন্তু গেল কোথায়? গঙ্গানারায়ণ চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইলেন। শিশু দুইটির পক্ষে এককভাবে নেমে যাওয়া সম্ভব নয়। শিশু দুইটির কোন পরিচয় জানা নাই। তাদের কোথায় খোঁজ করিবেন। অন্তরে গঙ্গানারায়ণ নিজেকে বারংবার ধিক্কার দিতে দিতে গৃহ মুখে গমন করিলেন। গঙ্গানারায়ণ গৃহে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই শুনিলেন তাহার একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার আনন্দে গঙ্গানারায়ণ পূর্ব্ব শিশু দুইটির কথা ভুলিয়া গেলেন।

দেবীর পূজার দিন সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ায় দেবীর আশীর্ব্বাদ স্বরূপপুত্রের নাম রাখিলেন দেবীপ্রসাদ । গঙ্গানারায়ণ আহারাদি সমাপন করিয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু শিশু দুইটির চিন্তায় তাহার নিদ্রা কাড়িয়া লইল। শেষরাত্রে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় স্বপ্নে সেই বালকটি দর্শণ দিয়া বলিলেন, "গঙ্গানারায়ণ, তুমি পাড়ে আসিয়া তোমার জিনিষপত্র লইয়া চলিয়া আসিলে, আমরা বাঁচিলাম, না মরিলাম তাহার কোন খোঁজ খবর করিলে না। যাহা হউক আমরা তোমার ঘরে যাইব বলিয়াই আসিয়াছি। তুমি যখন জিনিষপত্র নামাইবার কাজে ব্যস্ত ছিলে সেই সময় আমরা তোমার অলক্ষ্যে নামিয়া আসিয়াছি। তোমার পিছু পিছু আসিয়া তোমার বাড়ীর নিকট কুন্ডের ঘাটে রহিয়াছি, সেখানে খুজিলেই আমাদের পাইবে, তুমি আমাদের আনিয়া অভিষেক করে স্থাপন কর। দ্বাপর যুগে তুমি আমাকে খুদের নাড়ু খাওয়াইয়াছিলে, কলিযুগে তোমার হাতে নাড়ু খাইব বলিয়া আসিয়াছি। আমি সত্ত্বর কলিযুগে আবির্ভূত হইয়া প্রেম বিতরণ করিব, তাহারই প্রস্তুতি চলিতেছে। তোমার ভবনই

সেই লীলার এক প্রধান কেন্দ্র হইবে, তুমি তোমার ভবনে আমাদের প্রতিষ্ঠা কর। আর পঞ্চম দোলে উৎসব পালন করিবে। স্বপ্ন ভঙ্গে গঙ্গানারায়ণ মহানন্দে. কুন্ডতীরে গিয়া জল হইতে শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহদ্বয় উত্তোলন করিলেন এবং আদেশ অনুরূপ অভিষেকাদি কার্য্য সমাপন করতঃ শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিয়া মহামহোৎসব করিলেন। শ্রীবিগ্রহের নামকরণ করিলেন শ্রীরাধামদনমোহন। শ্রীমদন মোহনের আবির্ভাবে জনমানসে বিশেষ সাড়া পড়িয়া গেল। সেবার দ্রব্য লইয়া অগনিত ভক্ত আসিতে লাগিল। কিন্তু দরিদ্র ব্রাহ্মণ গঙ্গানারায়ণ প্রভুর নিত্য সেবার জন্য চিন্তিত হইলেন। রাত্রে স্বপ্নাদেশে মদন মোহন স্বপ্নে দর্শণ প্রদানে বলিলেন, –"তুমি চিন্তা করিও না, তোমার কোন অভাব হইবেনা। যদি কোন ক্রমে অভাবের সম্মুখীন হও তখন আমায় যে স্থানে কুন্ডে প্রাপ্ত হইয়াছিলে সে স্থানে গিয়া অন্ন, বস্ত্র, বাসনাদি যাহা প্রার্থণা করিবে তাহাই পাইবে। তোমরা আমার সেবায় ব্রতী হও, আমি তোমাদের পঞ্চম পুরুষার্থ প্রদান করিব। পঞ্চম দোল দিবসে আমাকে আবীর প্রদান করিলে আমার প্রেমের অধিকারীহইবে। গঙ্গানারায়ণ প্রভুর আদেশে পঞ্চম দোল দিবসে মহাসমারোহে অনুষ্ঠান করিয়া প্রভুকে আবীর প্রদান করিলেন। সমাগত ভক্তগণ আবীর প্রদানে কৃতার্থ হইলেন।

রাজা চন্দ্রকেতুর রাজধানী হইতে পানিহাটী গঙ্গা পর্যন্ত একটি জলপথের সংযোগ ছিল। এই পথে রাজা গঙ্গা স্নানে আসিতেন। রাজার সঙ্গে গঙ্গানারায়ণের বিশেষ পরিচয় ছিল। শ্রীমদন মোহনের আবির্ভাবে দেশ বিদেশে মহা সাড়া পড়িয়া গেল। অগনিত লোক আসিয়া

গঙ্গাস্নানও মদনমোহনকে দর্শণ করিতে লাগিল। তদবধি পানিহাটী মহাতীর্থে পরিণত হইল। আর গঙ্গানারায়ণ প্রেমানন্দ চিত্তে শ্রীমদনমোহনের সেবানন্দে বিভোর রহিলেন।

গঙ্গানারায়ণ গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষের নীচে বসিয়া আপনার সৌভাগ্য কথা স্মরণ করতঃ শ্রীমদন মোহনের মহিমাকীর্ত্তন করিতে করিতে চোখের জলে ভাসিয়া যাইতেন। শিশুপুত্র দেবীপ্রসাদ পিতার চোখের জল মুছাইয়া বলিল, বাবা ! তুমি কাঁদছ কেন মদন মোহন আছেন আমি আছি, তুমি আর কেদোনা। শ্রীমদনমোহনের করুণায় গঙ্গা নারায়ণের দারিদ্র্য দূর হইয়াছে। সেবার সুযোগ্য ব্যবস্থা হইয়াছে। তথাপি গঙ্গানারায়ণের মনে সুখ নাই, ভাবেন মদনমোহনকে আমি সুখী করাইতে পারিতেছি না।

ভক্ত দুঃখ দূর করাইবার জন্য প্রভু মাঝে মধ্যে সচল হইয়া ভোগ খাইয়া যান। গঙ্গানারায়ণের পুত্র দেবীপ্রসাদ আট বৎসরের বালক। বাড়ীর কোণে জামীর গাছে দোলনা বাঁধিয়া দোল খায় কানাই নামে আর একটি বালক তার সঙ্গে দোল খেলা করে । তাহাদের মদনমোহনের নাম কানাই। তাই দেবীপ্রসাদ এই কানাইকে তাহাদের আরাধ্য দেবতা কানাই জ্ঞানে মহানন্দে বিভোর রহিতেন। সহসা দোল খেলার সঙ্গী কানাই বলিল, সে এ গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে চলে যাচ্ছে, আর খেলতে আসতে পারবে না। এই কথা শুনে দেবীপ্রসাদের শিরে যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত ঘটিল। সে কান্দিয়া ব্যাকুল হইল। কয়েক দিনের মধ্যে তাহার দেহে প্রবল জ্বর হইল। ঘুমের ঘোরে কানাই কানাই বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। পিতা গঙ্গানারায়ণ প্রমাদ গনিলেন। একমাত্র পুত্রের এই অবস্থা দেখে ব্যাকুল হইলেন। দেবপ্রসাদ কানাইয়ের

জন্য পাগল প্রায়। মধ্যে মধ্যে বাড়ীর বাহির হইয়া যায়, যদি কানাই আসে। সহসা একদিন কানাই আসিয়া দেখা করিয়া বলিল, তুমি ভাল হয়ে যাবে। গঙ্গানারায়ণকে দেখিয়া কানাই ঠাকুর ঘরের দিকে চলিয়া গেল। এই দৃশ্য দেখিয়া গঙ্গানারায়ণ বুঝিলেন তার ঘরে পুত্ররূপে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

পানিহাটীর পার্শ্ব দিয়া পতিত পাবনী গঙ্গা প্রবাহিত। দেবীপ্রসাদ গঙ্গার ঘাটে বসিয়া ধ্যানমগ্ন। শিশুপুত্র রাঘব বটপত্র কুড়াইয়া গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলে স্রোতে বটপত্র ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া মহানন্দে দু'হাত তুলিয়া নৃত্য করিতেছে। দেবীপ্রসাদ বাল্যকালের ঘটনা স্মরণে ধ্যানমগ্ন। সে কানাই আসিল না, আসিলেও খেলা জমিবেনা । মদনমোহন রাত্রে আঙিনায় ঘুরিয়া বেড়ায়। এই অনুভবে দেবীপ্রসাদ ভাবিলেন মদনমোহন আমায় ছেড়ে যায় নাই। একদা দেবীপ্রসাদ দেখিলেন, রাঘব সেই জামীর গাছে ঝুলন টাঙ্গাইয়া খেলায় মত্ত রহিয়াছে, রাঘব বাড়ীর বাহিরে যায় না, সেখানে দোলা খায় মদনমোহনের অনুকরণে বংশী বাজায়, মুখে মুখে সুর করে। গোবিন্দ নামে একটি বালক একটি বালিকাসহ রাঘবের খেলার সঙ্গী হয়। রাঘব তাদের দোলনায় বসাইয়া আনন্দ পায়। প্রত্যুষে পুষ্প চয়ন করিয়া মদনমোহনের জন্য মালা গাথিয়াই খেলায় প্রমত্ত হয়। পিতা মদন মোহনের পূজা সমাপন করেই পুত্রকে পড়ায়। রাঘব অল্প সময়েই পাঠ প্রস্তুত করিয়া ফেলে। দেবীপ্রসাদ পুত্রের প্রতিভা ও পাঠে মনোযোগ দেখিয়া পরমানন্দ মনে নিশ্চিন্ত চিত্তে মদনমোহনের সেবায় নিয়ত থাকেন। এদিকে গোবিন্দ ও বালিকাটি আর খেলায় আসে না। একদিন রাঘব খেলার সরঞ্জাম গুছাইয়া ক্রন্দনরত অবস্থায়

ঘর বাহির করিতেছে। পাঠে মন নাই। কেবল চোখের জল মুছছে, পুত্রের এই অবস্থা দেখিয়া পিতা অত্যন্ত বিচলিত হইল। বারে বারে তাহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আরও ক্রন্দন করে। হঠাৎ রাঘবের দেহে জ্বরের প্রকোপ হইল। জ্বরের ঘোরে গোবিন্দ গোবিন্দ বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। দেবীপ্রসাদ ইহা শুনিয়া নিজের বাল্যকালের কথা স্মরণ হইল। তিনি রাঘবকে বারে বারে বলিতে লাগিল —চিন্তা করো না, গোবিন্দ ফিরিয়া আসিবে । সত্য সত্যই একদিন গোবিন্দ আসিয়া বলিল, "আমি দূরে যাই নাই, তোমার নিকটেই আছি।" রাঘব তাহাকে ধরিতে গেলে গোবিন্দ হাসিতে হাসিতে অন্তর্ধান করিল।

রাঘব বড় হইলে পিতা অধ্যয়নের জন্য নবদ্বীপের টোলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। নিমাই পন্ডিত সমীপে শাস্ত্রীয় ভক্তি জ্ঞান লাভ ও নিমাই পন্ডিতের প্রেম বৈভব দেখিয়া রাঘব পন্ডিত গৌরতত্ত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করিলেন। মহাপন্ডিত হইয়া পানিহাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রাঘব পান্ডিত্য চর্চ্চায় না গিয়া পাঠ সংকীর্ত্তন রসে বিভোর রহিলেন এবং মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপে গিয়া গৌরাঙ্গ দর্শন করিয়া আসিতেন। সহসা গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসবার্ত্তা শুনিয়া বিরহে ব্যাকুল হইলেন। গৌরসুন্দর সন্ন্যাস করিয়া শান্তিপুরে পৌঁছিলে সংবাদ পাইয়া রাঘব তথায় উপনীত হইলেন এবং গৌর পাদপদ্মে লুন্ঠিত হইলেন। রাঘব গৌরাঙ্গের সঙ্গ ছাড়িতে না চাহিলে প্রভু তাহাকে বুঝাইয়া ঘরে পাঠাইলেন এবং বলিলেন তুমি আমার নিত্যসঙ্গী, তুমি অন্তরে বাহিরে সর্বদা আমার দর্শন পাইবে। ঘরে গিয়া মদনমোহনের সেবা কর। রাঘব গৌরাঙ্গের আদেশ পালনের জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে পানিহাটী গ্রামে প্রত্যাবর্তন করিলেন। গৌরাঙ্গ

বিরহে বিরহান্বিত রাঘব নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের সংকীর্ত্তন লীলা স্মরণে 'হা কৃষ্ণ' 'হা গৌর' বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কালাতিপাত করিতেছেন। গৌরাঙ্গ দক্ষিণ ভ্রমন শেষ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ রথযাত্রার প্রাক্কালে গৌর দর্শনের জন্য নীলাচল অভিমুখে রওনা হইলেন। রাঘবও তাঁহাদের সঙ্গ গ্রহন করিলেন। রাঘব ভগ্নী দময়ন্তীর মাধ্যমে প্রভুর সারা বর্ষের সেবা উপযোগী ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া তিনটি ঝালি সাজাইলেন। তারপর মকরধ্বজ করের উপর দায়িত্ব প্রদান করতঃ তিনজন বহনকারীর দ্বারা বহাইয়া নীলাচলে উপনীত হইলেন। বহুদিন পরে গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন পাইয়া প্রেমাবেশে রথাগ্রে নৃত্যগীতাদি করিলেন। চতুর্ম্মাস্য শেষে ভক্তগণের বিদায়কালে শ্রীগৌরসুন্দর রাঘব পন্ডিতের প্রেমসেবা বৈচিত্র ভক্তগণ সমীপে বিদিত করেন। এতদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের বর্ণন–

রাঘব পন্ডিতে প্রভু কহে বচন সরস।
তোমার নিষ্ঠাপ্রেমে আমি হই বশ।।
রাঘবের কৃষ্ণ সেবার কথা শুন সর্বজন।
পরম পবিত্র সেবা অতি সর্বোত্তম
আর দ্রব্য বহু শুন নারিকেলে কথা ।।
পাঁচগন্ডা কড়ি নারিকেল বিকায় যথা।
বাড়ীতে কত শত বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ ফল।
তথাপি শুনয়ে যথা মিষ্ট নারিকেল।।
একৈক ফলের মূল্য দিয়া চারি চারি পন।
দশ ক্রোশ হইতে আনায় করিয়া যতন।।
ভোগের সময়ে ছোলি সংস্কার করি।
কৃষ্ণে সমর্পণ করে মুখ ছিদ্র করি।।

কৃষ্ণ সেই নারিকেল জল পান করি।
কভু শূন্য ফল রাখে কভু জল ভরি।।
জল শূন্য ফল দেখি পন্ডিত হরষিত।
ফল ভাঙ্গি শস্য কৈল শত পাত্র পূরিত।।
শস্য সমর্পিয়া করে বাহিরে ধ্যান।
শস্য খাইয়া কৃষ্ণ করে শূন্য ভাজন।।
কভু শস্য খায় পুনঃ পাত্রে ভরে শাঁসে।
শ্রদ্ধা বাড়ে পন্ডিতের প্রেম সিন্ধু ভাসে।।
এইমত কলা আম্র নারঙ্গ কাঁঠাল ।
যাহা যাহা দূর গ্রামে শুনে আছে ভাল ।।
বহু মূল্য দিয়া আনে করিয়া যতন ।
পবিত্র সংস্কার করি করে নিবেদন ।।
এইমত ব্যঞ্জন শাক মূল ফল ।
এইমত চিড়া হুরুম সন্দেশ সকল ।।
এইমত পীঠা পানা ক্ষীর ওদন
পরম পবিত্র আর করে সর্বোত্তম ।।
কাসন্দি আদি আচার অনেক প্রকার ।
গন্ধ দ্রব্য অলঙ্কার সব দ্রব্য সার ।।
এই মতে প্রেম সেবা করে অনুপম ।
যাহা দেখি সর্বলোকের জুড়ায় নয়ন ।।
এত বলি রাঘবের কৈল আলিঙ্গন ।
রাঘব লুটাইয়া পড়ি ধরে প্রভুর চরণ ।।

রাঘব পন্ডিত ক্ষেত্রবাসী গৌর ভক্তগণ সমীপে বিদায় লইয়া গৌড়মণ্ডল বাসী ভক্তগণ সঙ্গে পানিহাটি গ্রামে প্রত্যাবর্তনকরেন। কিছুদিন পরে শ্রী গৌর সুন্দর বৃন্দাবন যাত্রা উদ্দেশ্যে আগমন করতঃ তার গৃহে পদার্পণ করেন। পানিহাটী হইতে কুমার হট্ট কাঞ্চনপল্লী কুলিয়া, রামকেলী, কানাইর নাটশালা হইতে প্রত্যাবর্তণ পথে শান্তিপুর কুমারহট্ট হইয়া পানিহাটী গ্রামে আগমন করিয়া প্রভুত অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ করতঃ রাঘব পন্ডিতের প্রেমানুরাগের বৈচিত্র্যময় রূপ বিশেষভাবে পরিস্ফুট করেন। তদুপরি শ্রীবাস ভবনে গৌরাঙ্গের নাম প্রেম প্রচারের অভিষিক্ত হওয়ার ন্যায় প্রভু নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ আদেশে পানিহাটী গ্রামে রাঘব গৃহে আগমন করিয়া ভক্তগণ কর্তৃক অভিষিক্ত হন। এইভাবে রাঘব ভবনে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেবের প্রেমলীলা বৈচিত্র্য ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে কৃপা উপলক্ষ্যে প্রভু নিত্যানন্দের চিড়াদধি মহোৎসব লীলা পানিহাটী গ্রামকে মহামহিম বৈষ্ণব তীর্থে পরিণত করিয়াছে।

।। পরিশিষ্ট ।।

বৈষ্ণবতীর্থ পানিহাটীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কয়েকটি বৈষ্ণবতীর্থ রহিয়াছে তাহার বিষয়ে কিঞ্চিত আলোকপাত করা হইল।

তথাহি শ্রীপাট নির্ণয়–

খড়দহের দক্ষিণে আড়িয়াদহ গ্রাম ।
গদাধর দাস ঠাকুরের যাহা নিজ ধাম ।।
উত্তরে পুরন্দর পন্ডিত দক্ষিণে রাঘব ।
অনেক বৈষ্ণব ঘটন পরম উৎসব ।।
তাঁহার নিকট পানিহাটী নাম গ্রাম ।
রাঘব দাস ঠাকুর আর দময়ন্তির ধাম ।।

শ্রীপাট —–পর্যটন

পানিহাটী গ্রামে রাঘব দময়ন্তীর ধাম
রাঘবের ঝালি বলি আছয়ে আখ্যান ।।

০ ০ ০ ০

বরাহ নগরে ভাগবৎ আচার্য্যের বাস ।।

খড়দহ–শিয়ালদহ–রানাঘাট রেলপথে খড়দহ স্টেশন। শ্যামবাজার - ব্যারাকপুর বাসরুটের মধ্যবর্ত্তী প্রভু নিত্যানন্দের বিহারভূমিশ্রীধাম খড়দহঅবস্থিত। এখানে শ্রীপুরন্দর পন্ডিত, প্রভু বীরচন্দ্র। গঙ্গাদেবী, প্রভু বীরচন্দ্র পুত্র গোপীজন বল্লভ রামকৃষ্ণও রামচন্দ্রের প্রকট ভূমি।

প্রভু নিত্যানন্দ বিবাহ করিয়া বসু জাহ্নবাসহ খড়দহের পুরন্দর পন্ডিতের দেবালয়ে আসিয়া শ্রীপাট স্থাপন করেন।

তথাহি–শ্রীচৈতন্যভাগবৎ

তহে আইলেন প্রভু খড়দহ গ্রামে ।
পুরন্দর পন্ডিতের দেবালয় স্থানে ।।

প্রভু বীরচন্দ্র এখানে শ্রীশ্যামসুন্দর মূর্ত্তি স্থাপন করেন। প্রভু বীরচন্দ্র গৌড়ের নবাবকে কৃপা করিয়া তাঁহার প্রদত্ত প্রস্তরখন্ডে শ্রীশ্যামসুন্দর মূর্ত্তি নির্মান করেন। এতদ্বিষয়ে শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থের বর্ণন-

পাৎসাহ পাথর খোলি বীরচন্দ্রে দিল ।
পাথর লইয়া বীর খড়দহে গেল ।।
সেই পাথরে পড়াইল শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি
দেখিয়া সকল লোকে গেল সব আর্ত্তি ।।

প্রভু বীরচন্দ্র শ্রীশ্যামসুন্দর মূর্ত্তি নির্মান করাইয়া সাঁইবনায় শ্রীনন্দদুলাল ও শ্রীরামপুরে শ্রীবল্লভ জীউর শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করেন। মাঘী পূর্ণিমায়

প্রভু বীরচন্দ্র শ্রীশ্যামসুন্দর মূর্ত্তি নির্মান করাইয়া সাঁইবনায় শ্রীনন্দদুলাল ও শ্রীরামপুরে শ্রীবল্লভ জীউর শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করেন। মাঘী পূর্ণিমায় একদিনে তিন মূর্ত্তি দর্শণ করা হয়। এই স্থানে প্রভু নিত্যানন্দ অপ্রকট হন।

তথাহি শ্রীঅদ্বৈত প্রককাশে—

নিরন্তরে খড়দহে অভ্যন্তরে স্থিতি।
শ্যামসুন্দরে ও কভুদেখে গৌরমূর্ত্তি
কে বুঝিতে পারে নিত্যানন্দের প্রভাব।
মন্দিরে প্রবেশ করি কৈলা তিরোভাব ।।

এড়িয়াদহ —ব্যারাকপুর শ্যামবাজার বাসরুটে কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটি নেমে যেতে হয় । এখানে প্রভু নিত্যানন্দের পার্ষদ গদাধর দাসের শ্রীপাট বিরাজিত । প্রভু নিত্যানন্দ এড়িয়াদহ গ্রামে আসিয়া -দাস গদাধর সেবিত শ্রীবাল গোপাল মূর্ত্তি বক্ষে ধারণ করিয়া দানখন্ড নৃত্য করিয়াছিলেন। প্রভুর কীর্ত্তনীয়া মাধব ঘোষ দানখন্ড লীলাকীর্ত্তণ করিয়াছিলেন।

তথাহি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে

একদিন গদাধর দাসের মন্দিরে ।
আইলেন তানে প্রীতি করিবার তরে ।।
শ্রীবালগোপাল মূর্ত্তি তান দেবালয় ।
আছেন পরম লাবণ্যের সমুচ্চয় ।।
দেখি বালগোপালের মূর্ত্তি মনোহর।
প্রীতে নিত্যানন্দ লৈলা কক্ষের উপর ।।
অন্তরে হৃদয়ে দেখি শ্রীবাল গোপাল ।
সর্ব্বগনে হরিধ্বনি করেন বিশাল ।।

একদিন দাস গদাধর ঐশ্চর্য্য প্রকাশ করিয়া সেই গ্রামবাসী চরম হিন্দু বিদ্বেষী কাজীকে দলন করতঃ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন।

সুখচর—সুখচর ব্যারাকপুর-শ্যামবাজার বাসরুটের মধ্যবর্ত্তী স্থান। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ কীর্ত্তনীয়া শ্রীগোবিন্দ দত্তের শ্রীপাট । গোবিন্দ দত্ত এখানে শ্রীশ্রীনিতাই –গৌরাঙ্গদেবের মূর্ত্তি স্থাপন করেন। উক্ত বিগ্রহ ও শ্রীমন্দিরাদি সুখচর নিবাসী মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দেবালয়ের সীমার মধ্যে পড়িয়াছে।

বরাহনগর— বরাহনগর-ব্যারাকপুর শ্যামবাজার বাসরুটে টবিন রোড স্টপেজে নামিয়া বরাহনগর পাটবাড়ীতে যাওয়া যায়। এখানে পণ্ডিত গদাধরের শিষ্য রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের শ্রীপাট।

তথাহি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে

১৪৩৬ শকাব্দে বৃন্দাবন যাত্রা উদ্দেশ্যে শ্রীগৌরসুন্দর গৌড়দেশে আগমন করেন। প্রভু রঘুনাথ বিপ্রের মুখে অত্যদ্ভুত শ্রীমদ্ভাগবৎ ব্যখ্যা শ্রবণ করিয়া তাহাকে ভাগবৎ আচার্য্য উপাধিতে ভূষিত করেন । তিনি শ্রীকৃষ্ণ প্রেম তরঙ্গিনী নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনস্টিটিউট হইতে
শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্ত্তৃক সম্পাদিত
গবেষণামূলক ও অপ্রকাশিত প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীচৈতন্যডোবা পোঃ হালিসহর, উঃ ২৪ পরগনা, ফোন ঃ ২৫৮৫০৭৭৫

১। শ্রীচৈতন্যডোবা মাহাত্ম্য—দশ টাকা (শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর জীবনীসহ) ২। জগদ্‌গুরুর শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত —(শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জীবনী) পঁচিশ টাকা ৩। গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয়—(১০৮জন লেখক পরিচিতি দশ টাকা ৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্য্যটন — পঁচাশী টাকা ৫। গৌর ভক্তামৃত লহরী (পঞ্চশতাধিক গৌরাঙ্গ পরিবারগণের জীবনী দশ খন্ডএকত্রে- —দুইশত ষাটটাকা ৬। শ্রীরাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ গণোদ্দেশাবলী (শ্রী রাধাগোবিন্দের পার্ষদ পরিচয় ও গৌরাঙ্গ পার্ষদবর্গের পূর্বাবতার বিষয়ক গ্রন্থাবলী) (ত্রিশ টাকা) ৭। গৌরাঙ্গের ভক্তিধর্ম ও চৈতন্য কারিকায় রূপ কবিরাজ (শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ ও শ্রীরূপ কবিরাজের ভাবাদর্শ)—পঁচিশ টাকা ৮। নিত্যানন্দ চরিতামৃত — ত্রিশ টাকা ৯। নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার—কুড়ি টাকা ১০। সীতাদ্বৈত তত্ত্ব নিরূপণ (অদ্বৈত প্রভুর পূর্বাবতার বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ)—দশ টাকা ১১। ব্রজমন্ডল পরিচয়—কুড়ি টাকা ১২। অভিরাম লীলামৃত—ত্রিশ টাকা ১৩। সখ্যভাবের অষ্টকালীন লীলা স্মরণ—দশ টাকা। ১৪। সাধক স্মরণ (অষ্টক প্রণাম সন্ধ্যারতি ভোগারতি প্রভৃতি) কুড়ি টাকা। ১৫। গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র পরিচয়–দশ টাকা ১৬। নিত্যভজন পদ্ধতি (বৈষ্ণবীয় পূজা পদ্ধতি, অষ্টক প্রণাম, ভোগারতি, সন্ধারতি, ও অধিবাসাদি কীর্ত্তণ)—আশী টাকা ১৭। পানিহাটীর দন্ডোৎসব– পনের টাকা। ১৮। বিশুদ্ধ মন্ত্র স্মরণ পদ্ধতি–কুড়ি টাকা। ১৯। ধনঞ্জয় গোপাল চরিত ও শ্যাম চন্দ্রোদয় (ধনঞ্জয় গোপাল ও পানুয়া গোপালের মহিমা) পাঁচ টাকা। ২০। অষ্টকালীন লীলা স্মরণ– দশ টাকা। ২১। গৌরাঙ্গ লীলা মাধুরী (গৌরাঙ্গ তত্ত্ববিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ)—কড়ি টাকা। ২২। অনুরাগবল্লী– (শ্রীনিবাসাচার্য্য মহিমা)—সাত টাকা। ২৩। গৌরাঙ্গ অবতার রহস্য (শ্রীকৃষ্ণের গৌরাঙ্গরূপ ধারণের বৈচিত্রময় রহস্যাদি)—কুড়ি টাকা। ২৪। শ্যামানন্দ প্রকাশ- পচিশ টাকা ২৫। সপার্ষদ গৌরাঙ্গলীলা রহস্য —আশি টাকা। ২৬। প্রার্থণা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা —পনের টাকা। ২৭। নিতাই অদ্বৈত পদমাধুরী (প্রভু নিত্যানন্দ

ও অদ্বৈতের মহিমামূলক প্রাচীন পদ—কুড়ি টাকা। ২৮। পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ ১ম খন্ড (নরহরি সরকারের পদাবলী)—কুড়ি টাকা, ২য় খন্ড (নরহরি চক্রবর্ত্তীর গৌরলীলা পদ) যাট টাকা । ৩য় খন্ড -(নরহরি চক্রবর্ত্তীর কৃষ্ণলীলা পদ)- চল্লিশ টাকা । ৪র্থ খন্ড ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর পদাবলী—ত্রিশ টাকা। ৫ম খন্ড—(মুরারী গুপ্ত গোবিন্দ মাধব বাসুদেব ঘোষের পদাবলী—পঁচিশ টাকা। ৬ খন্ড—বলরাম দাসের পদাবলী—পঞ্চাশ টাকা। ৭ম খন্ড—(গোবিন্দ দাসের পদাবলী)—চল্লিশ টাকা। ২৯। অভিরাম বিষয় প্রকাশিত গ্রন্থদ্বয় (অভিরাম পটল ও অভিরাম বন্দনা)—কুড়ি টাকা। ৩০। জগদীশ চরিত্র বিজয় (জগদীশ পন্ডিতের জীবন কাহিনী) পঁচিশ টাকা। ৩১। বৈষ্ণব ইতিহাস সার সংগ্রহ—সত্তর টাকা। ৩২। মনঃ শিক্ষা—পনের টাকা। ৩৩। মহাতীর্থ চৈতন্যডোবা (ইং)--সাত টাকা। ৩৪। বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তনীয়া (কীর্ত্তনীয়াগণের পরিচয়) ১ম খন্ড--চল্লিশ টাকা। ২য় খন্ড —ত্রিশ টাকা। ৩য় খন্ড—ত্রিশ টাকা।৩৫। শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদবর্গের সূচক কীর্ত্তন—ত্রিশ টাকা। ৩৬। রসিক মন্ডল (প্রভু রসিকনন্দের জীবনী) পঞ্চাশ টাকা। ৩৭। চৈতন্য শতক (সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যকৃত) সাত টাকা। ৩৮। অদ্বৈত প্রকাশ (অদ্বৈত প্রভুর জীবন কাহিনী) চল্লিশ টাকা। ৩৯।বৈষ্ণবতীর্থ গ্রাম কাঁচরাপাড়া— পাঁচ টাকা। ৪০। বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীপাট শ্রীখন্ড —দশ টাকা। ৪১। চৈতন্য ভাগবত ও বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের রচনাবলী—আড়াই শত টাকা। ৪২। চৈতন্য চন্দ্রামৃত (প্রবোধানন্দ সরস্বতীকৃত) কুড়ি টাকা। ৪৩। শ্রীখন্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী—কুড়ি টাকা। ৪৪। অদ্বৈত মঙ্গল (অদ্বৈত প্রভুর মহিমামূলক)—চল্লিশ টাকা। ৪৫। গৌরাঙ্গের পিতৃবংশ পরিচয় ও শ্রীহট্ট লীলা--পঁয়ত্রিশ টাকা। ৪৬। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (ব্যাখ্যাসহ) তিনশত টাকা। ৪৭। নেড়ানেড়ি সৃষ্টিরহস্য—পনের টাকা। ৪৮। অষ্টকালীন লীলা স্মরণের ক্রমবিন্যাস(অষ্টকালীন লীলার সময় নির্দ্ধারণ) সাত টাকা। ৪৯। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী রজত জয়ন্তী সংখ্যা—কুড়ি টাকা। ৫০। বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীপাট ঝামাটপুর—কুড়ি টাকা। ৫১। সপ্তগ্রামের গৌরাঙ্গ পার্ষদ—পনের টাকা। ৫২। শ্রীভক্তি রত্নাকর—তিনশত টাকা। ৫৩। একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য—পনের টাকা। ৫৪। শ্রীপাট কুলিয়া মাহাত্ম্য—পনের টাকা। ৫৬। গৌরাঙ্গ পার্ষদ ঝড়ু ঠাকুরের জীবন চরিত—দশ টাকা। ৫৭। পদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গপার্ষদ—জয়দেব বিদ্যপতি চন্ডীদাসসহ একশত পঁচাত্তর জন বৈষ্ণব পদাবলী লেখকের সবিস্তার জীবন কাহিনী—

ত্রিশ টাকা। ৫৮। শ্রীবংশীবদনের পদাবলী ও বংশী শিক্ষা—ত্রিশ টাকা। ৫৯। চৈতন্য মঙ্গল— শ্রীলোচন দাস বিরচিত—দেড়শত টাকা। ৬০। শ্রীরূপ সনাতনের রামকেলী লীলা—দশ টাকা। ৬১। প্রভু অদ্বৈতের শান্তিপুর লীলা ও রাসোৎসব—দশ টাকা।

৬২। জয়দেব ও গীতগোবিন্দ—কুড়ি টাকা। ৬৩। তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র নাম জপ ও কীর্ত্তন বিধান—কুড়ি টাকা। ৬৪। সপার্ষদ ঠাকুর নরোত্তমের পদাবলী—ত্রিশ টাকা। ৬৫। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রোদয়াবলী—(শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের প্রেমদাসকৃত বঙ্গানুবাদ) ষাট টাকা। ৬৬। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথলীলা—পঁচিশ টাকা। ৬৭। শ্রীক্ষেত্রে গৌরাঙ্গলীলা—পঁচিশ টাকা। ৬৮। শ্রীপ্রেমভক্তি (ব্যাখ্যাসহ) ত্রিশ টাকা। ৬৯। নরোত্তম বিলাস—ষাট টাকা। ৭০। শ্রীনিবাস আচার্য্য বিষয়ক রচনাবলী(যন্ত্রস্থ)। (শ্রীনিবাস আচার্য্য গুনলেশ সূচক ঃ কর্ণানন্দ, অনুরাগবল্লী প্রভৃতি)

শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলারস আস্বাদনে
বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থ পড়ুন।

জীবনীসহ অদ্যাবধি প্রকাশিত গ্রন্থ

১। নরহরি সরকারেরপদাবলী—(শ্রীগৌরলীলা ৬৩৭টি পদ) ভিক্ষা ষাট টাকা। ২। নরহরি চক্রবর্ত্তীর পদাবলী (শ্রীগৌরলীলা৬৩৭টি পদ) ভিক্ষা ষাট টাকা। ৩।নরহরি চক্রবর্ত্তীর পদাবলী (শ্রীকৃষ্ণলীলা৪৫৯টি পদ) ভিক্ষা চল্লিশ টাকা। ৪।ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর পদাবলী (শ্রীগৌরলীলা ৬৯,শ্রীকৃষ্ণলীলা ২৬৫ পদ) ভিক্ষা ত্রিশ টাকা। ৫। মুরারী গুপ্ত গোবিন্দ ঘোষ বাসুদেব ঘোষের পদাবলী—ভিক্ষা পচিশ টাকা। ৬। বলরাম দাসের পদাবলী (১৮৫ পদ) ভিক্ষা পঞ্চাশ টাকা। ৭। শ্রীখন্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী (১১ জন পদকর্ত্তার পদাবলী) ভিক্ষা কুড়ি টাকা। ৮। লোচন দাসের ধামালী ও পদাবলী (১৬৮ পদ) ভিক্ষা কুড়ি টাকা। ৯। গোবিন্দ দাসের পদাবলী —ভিক্ষা একশত কুড়ি টাকা।

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

অপ্রকাশিত ও দুঃষ্প্রাপ্য বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রচারমূলক পত্রিকাটি ত্রৈমাসি
ভাবে আজ চৌত্রিশ বৎসর যাবৎ প্রভুত অপ্রকাশিত বৈষ্ণব শাস্ত্র
গবেষণামূলক তথ্যাদি পরিবেশিত হইয়া আসিতেছে। আপনি বার্ষি
চাঁদা কুড়ি টাকা বা আজীবন সদস্যবাবদ এককালীন দুইশত টা
পাঠিয়ে গ্রাহক হউন। প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রচারের সহায়ক হউন।

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ

এই ত্রৈমাসিক পত্রিকায় প্রাচীন পদাবলী ধারাবাহিকভাবে চৌদ্দ বৎসর
যাবৎ প্রকাশিত হইতেছে। বার্ষিক চাঁদা কুড়ি টাকা বা আজীবন সদস্যবাব
এককালীন দুইশত টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হউন।

যোগাযোগ ঃ—

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী, শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ হালিসহর, উঃ ২৪ পরগ
ফোন নংঃ ২৫৮৫ ০৭৭৫

শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর শ্রীপাট দর্শনে আসুন

শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর শ্রীপাট ও কুমারহট্ট বাসাঙ্গন

কুমারহট্ট শ্রীবাস ভবনে গৌরাঙ্গের আগমন লীলা

পথ নির্দেশ ঃ-

শিয়ালদহ / রানাঘাট রেলপথে নৈহাটী অথবা কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশন নামিয়া ৮৫নং বাসযোগে হালিশহর "শ্রীচৈতন্য ডোবা" ষ্টপেজ নামিলেই শ্রীমন্দির।

বাসে শিয়ালদহ / শ্যামবাজার / বারাকপুর হইতে ৮৫নং বাসরুটে এখানে আসা যায়।